উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অহিংস হবে কথায় ও চিন্তায়। আর কাজের মধ্যে থাকবে ভালবাসা, প্রেম, সৎ ইচ্ছা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণু এবং আত্মসংশোধনী।

জৈন নীতিশাস্ত্র ঃ অনুব্রত ও মহাব্রত

ভূমিকা ঃ

জৈন নীতিশাস্ত্রে সম্যক্-দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র'কে ত্রিরত্ন বলা হয়েছে। কারণ, জৈন ধর্মের মূল লক্ষ্য হল মুক্তি লাভ। জৈন মতে, জীব বা আত্মা পুদ্‌গল মুক্ত হলেই মুক্তি লাভ করে। এর জন্য প্রয়োজন আত্মায় যাতে পুদ্‌গলের অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা বা আত্মায় পুদ্‌গলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, একে বলা হয়েছে সংবর। আর, আত্মায় পূর্বসঞ্চিত পুদ্‌গলের অপসারণ করা— একে বলা হয়েছে নির্জরা। এই দুটি প্রক্রিয়ায় আত্মা মুক্তিলাভ করে বলে জৈন ধর্মের বিশ্বাস। জৈন মতে আত্মায় পুদ্‌গলের সংযুক্তি ঘটে কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে। আর কামনা-বাসনার উদ্ভব হয় অজ্ঞানতা থেকে। জীবের স্বরূপ সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার জন্য জীবের কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, মায়া ইত্যাদির উদ্ভব হয়। সত্য বা যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান দূর হয় এবং তার দ্বারা একই সাথে আত্মায়

Scanned with CamScanner

নতুন পুদ্‌গলের অনুপ্রবেশ যেমন বন্ধ হয় তেমনি পূর্বসঞ্চিত পুদ্‌গলেরও বিনাশ হয়। এইজন্য জৈন ধর্মে যথার্থ জ্ঞানের উপর বিশেষ জোড় দেওয়া হয়েছে। যথার্থ জ্ঞান বলতে সম্যক্ জ্ঞানকেই বোঝায়। সম্যক্ জ্ঞান হল তত্ত্বজ্ঞান। আর সম্যক্ জ্ঞান বা তত্ত্ব জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন সম্যক্ দর্শন। সম্যক্-দর্শন হল সম্যক্ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। কিন্তু জৈন মতে, মুক্তির জন্য সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ দর্শনই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন হয় সম্যক্ চারিত্রেরও। চিন্তা-সংযম, ইন্দ্রিয়-সংযম, বাক্-সংযম, প্রবৃত্তি-সংযম, এবং রাগ, দ্বেষ-সংযমকে সম্যক্ চারিত্রের অঙ্গ বলে জৈনগণ মনে করেন। সম্যক্ চারিত্র দ্বারাই আত্মায় নতুন পুদ্‌গলের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয় এবং আত্মায় পূর্বসঞ্চিত পুদ্‌গলের বিনাশ হয়।

জৈন মতে, আত্মার জীবের মুক্তির জন্য সম্যক্-জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন এবং সম্যক্ চারিত্র এই তিনটি সমন্বয়ের কথা বলেন। জৈন ধর্মে সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্-দর্শন এবং সম্যক্ চারিত্রকে ত্রিরত্ন বলা হয়েছে।

সম্যক্-দর্শন ঃ

তীর্থঙ্করদের উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধাই হল সম্যক্ দর্শন। উমাস্বামী'-র মতে, সম্যক্ দর্শন বলতে বোঝায় সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা কারও মধ্যে সহজাত বা স্বতঃস্ফূর্ত আবার কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা অর্জন করতে হয়।

জৈনদের মতে, তীর্থঙ্করদের উপদেশের প্রতি যে শ্রদ্ধা তা অন্ধভক্তি নয়। যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা যে শ্রদ্ধার উদয় হয় তাই জৈনদের আদর্শ। কাজেই, বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা অন্ধবিশ্বাস দূর হলে যে শ্রদ্ধার ভাব জাগে তাই সম্যক্ দর্শন। জৈন লেখক মণীভদ্র বলেছেন, মহাবীরের প্রতি আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নেই, কপিল (সাংখ্যকার) এবং অন্যকারও প্রতি আমার বিদ্বেষের ভাবও নেই, যার কথাই হোক না-কেন তা যদি যুক্তিযুক্ত হয় তবে আমার কাছে সেটি গ্রাহ্য হবে। শ্রদ্ধা সহকারে তীর্থঙ্করদের উপদেশ বাণী শ্রবণ ও পাঠের পর যদি তার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় তবে তীর্থঙ্করদের প্রতি এবং তাদের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। জৈনদের বিশ্বাস যারাই তীর্থঙ্করদের এই সমস্ত উপদেশ বাণী পাঠ করবে তাদেরই তীর্থঙ্কর এবং তাদের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে।

সম্যক্-জ্ঞান ঃ

জৈন দর্শনে অস্তিকায় (অর্থাৎ যাদের বিস্তৃতি আছে) দ্রব্যকে জীব এবং অজীব এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জীব অর্থাৎ আত্মা বা আত্ম-দ্রব্য এবং অজীব অর্থাৎ অনাত্ম-দ্রব্য বা জড় দ্রব্য। আত্মা বা জীব ভিন্ন অন্য সমস্ত বস্তুই জৈন মতে অজীব বা অনাত্ম-দ্রব্য। জীব এবং অজীব সম্বন্ধে সংশয়, ভ্রম, অনিশ্চয়তা ও সন্দেহমুক্ত জ্ঞানকেই সম্যক্ জ্ঞান বলা হয়েছে। সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা কেবল-জ্ঞান বা পূর্ণজ্ঞান লব্ধ হয়। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি বা কর্মই হল সম্যক্ জ্ঞান লাভের পরিপন্থী বা বাধাস্বরূপ। তাই যে সমস্ত কর্ম সর্বজ্ঞতা বা পূর্ণ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ সেই সমস্ত কর্ম থেকে মুক্ত হতে হবে।

সম্যক্ চারিত্র ঃ

সম্যক্ চারিত্র বলতে কিছু বিধি-নিষেধকে বোঝায়। যা কিছু ভাল এবং মঙ্গল জনক বা

Scanned with CamScanner

কল্যাণকর তা করা এবং যাকিছু অমঙ্গলজনক বা অকল্যাণকর তা না করাই হল সম্যক্ চারিত্র। জৈন মতে, জীব বা আত্মা মুক্তি লাভ করে পুদ্‌গলের বিযুক্তির মধ্য দিয়ে। আর, জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয় পুদ্‌গলের সংযুক্তির মধ্য দিয়ে। জীবের বদ্ধদশাই হল জীবের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার কারণ। কাজেই, যে সমস্ত কর্ম পুদ্‌গলের সাথে জীবের বা আত্মার সংযুক্তি ঘটায় সেই সমস্ত কর্ম থেকে বিরত থাকা। আর, যে সমস্ত কর্মের দ্বারা আত্মা পুদ্‌গল মুক্ত হয় সেই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করা। এই দ্বিবিধ কর্মের ফলে আত্মায় যেমন নতুন পুদ্‌গলের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয় তেমনি পূর্বসঞ্চিত পুদ্‌গলের বিনাশও হয়। এর ফলে, পুদ্‌গলের সাথে আত্মার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয় এবং আত্মা বা জীব মুক্ত হয়।

কোন কোন জৈন গ্রন্থকারদের মতে, আত্মা বা জীবের মুক্তির ক্ষেত্রে সম্যক চারিত্রের আবার পাঁচটি অঙ্গ আছে। এই অঙ্গ পাঁচটি হল,—অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ। অহিংসার অর্থ কায়মনবাক্যের দ্বারা কোন প্রাণীকে আহত বা হত্যা না করা, অস্তেয় অর্থাৎ অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করা, সত্য অর্থাৎ মিথ্যা না বলা বা সত্য প্রকাশ করা, ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কাম এবং ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিবৃত্তি এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রহণীয় বিষয় সমূহের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া। বৌদ্ধ দর্শনে এই পাঁচটিকে বলা হয়েছে পঞ্চশীল। আর জৈন দর্শনে বলা হয়েছে পঞ্চমহাব্রত। উপনিষদেও পঞ্চমহাব্রতের উল্লেখ আছে।

পঞ্চমহাব্রত
(Panchamāhabrata)

কোন কোন জৈন গ্রন্থকারের মতে জৈন দর্শন স্বীকৃত ত্রিরত্নের অন্তর্গত সম্যক্ চারিত্রের মোট পাঁচটি অঙ্গ আছে। যথা—অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি অঙ্গকে একত্রে পঞ্চমহাব্রত বলা হয়।

অহিংসা ঃ

জৈন দর্শনে জীব বলতে কেবলমাত্র প্রাণ আছে এমন দ্রব্যকেই বোঝায় না। উদ্ভিদ্ এবং স্থাবর অর্থাৎ যারা চলমান দ্রব্য নয় তাদেরকেও বোঝায়। কাজেই চলমান দ্রব্য বা এস এবং অচলমান দ্রব্য সমস্ত কিছুরই প্রাণ রক্ষা করাই জৈনদের আদর্শ। যে সমস্ত জৈন সাধক নিষ্ঠার সাথে তাদের ধর্মীয় আদর্শ পালন করেন তারা কোনভাবেই যাতে প্রাণীকে হত্যা করা না হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকেন। চলার সময় পায়ের চাপে অনেক ক্ষুদ্রতর প্রাণীর মৃত্যু হতে পারে। এইজন্য, তারা সতর্ক হয়ে চলাফেরা করেন। এমন কি বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র প্রাণীগুলিও যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে নাসিকার ভিতরে গিয়ে প্রাণ নষ্ট না হয় সেজন্য তারা নাকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে রাখেন।

জৈন মতে, সমস্ত জীবের ক্ষেত্রেই সমান সম্ভাবনা তাকে। Hindu Ethics গ্রন্থে ম্যাকেঞ্জিও বলেছেন, প্রাচীন কালের অসভ্য মানুষ সমস্ত প্রাণীকেই ভয়ের চোখে দেখত। তাদের এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অহিংসার সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ রকম বক্তব্য অভিসন্ধিমূলক এবং মিথ্যা বলেই মনে হয়। কারণ, যদি সমস্ত জীবের সম্ভাবনা সমান হয় তাহলে প্রতিটি

Scanned with CamScanner

নিজের জীবনের মতো অন্যের জীবনেরও মূল্যও স্বীকার করবে—এইরূপ ধারণাই হল র অহিংসাব্রত'র ভিত্তি।

ন মতে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অহিংসা ব্রত পালন করতে হবে। শুধুমাত্র কাজের অপরের প্রতি হিংসা করাই দোষের নয়, হিংসাত্মক কাজের মত হিংসাত্মক কথা বলা, হিংসাত্মক চিন্তাও দোষের। নিজে হিংসা করা যেমন দোষের তেমনি অপরকে দিয়ে করানো অথবা অন্যের হিংসাত্মক কর্মকে সমর্থন করাও অপরাধমূলক। কাজেই, ভাবে বা কঠোরভাবে অহিংসাব্রত পালন করতে হলে এই জাতীয় সমস্ত রকম ক কর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে হবে।

ত্য ঃ

াধারণভাবে 'সত্য' বলতে বোঝায় যথার্থ বা সঠিক বিষয়কে। যে বিষয়টি যা তাকে বে জানা বা দেখাই হল সত্য। এটি হল মিথ্যার বিরোধী। কিন্তু জৈব দর্শনে 'সত্য' যাকিছু মিথ্যার বিরোধী তাকে বোঝায় না। 'সত্য' বলতে বোঝায় যা মিথ্যা নয় বা তকর বা মঙ্গলজনক তাকেই বোঝায়। যা হিতকর ও মনোহর তা বলাই সত্য উদ্‌যাপন। ন্যই জৈন্য মতে সত্য হল সুনৃত অর্থাৎ উপাদেয় ও উপকারী সত্য। এমন কিছু সত্য যেগুলি বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা জীবন হানির সম্ভাবনা থাকে। মতে এই রকম কথা সত্য হলেও তা বলা সমর্থনযোগ্য নয়। কেবলমাত্র সেই সত্যই সমর্থনযোগ্য যে সত্যের মধ্যে কোন হিংসাত্মক বিষয় থাকবে না। সত্যকে হতে হবে সা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সত্য ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদিকে জয় করতে

অস্তেয় ঃ

'অস্তেয়' কথার অর্থ হল অচৌর্য। অন্যের দ্রব্য না বলে নেওয়া বা চুরি না করাই হল য়। অপরের জিনিস চুরি করা যেমন অপরাধ তেমনি চুরি করার ইচ্ছা বা মনোভাবও অপরাধ। অপরের সম্পত্তিকেও অপরের জীবনের সমান মূল্য দেওয়া উচিত। য়ভাবে অপরের সম্পত্তি অধিকার করা উচিত নয়। চৌর্য যেমন অপরাধ তেমনি বৃত্তিও অপরাধ। কোন বিক্রেতা যদি ওজনে কম দেয় তাহলে সেটি একপ্রকার চুরি। ত্রে সরল মনোভাবাপন্ন ক্রেতাকে প্রতারণা করা হয়।

ব্রহ্মচর্য্য ঃ

কাম-প্রবৃত্তির ব্রত উদ্‌যাপনকেই ব্রহ্মচর্য্য বলা হয়। কিন্তু 'কাম' বলতে সাধারণতঃ নিদ্রিয়ের নিবৃত্তিকে বোঝালেও যে কোন ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিই কাম। 'কাম' অর্থাৎ তৃপ্তি। ইন্দ্রিয় ভোগের দ্বারা যে তৃপ্তি আসে তাই কাম। জৈন দর্শনে ব্রহ্মচর্য্য বলতে এইরূপ ব্যাপক ই গ্রহণ করা হয়েছে। জৈন মতে, বাক্যে, চিন্তায়, স্বর্গভোগ কামনায়, এমন কি অন্যের থত আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যে নিজের অসংযমের একটা সূক্ষ্মভাব থেকে যায়। ই, কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য আন্তর ও বাহ্য, স্থূল ও সূক্ষ্ম, ঐহিক ও ত্রিক, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সমস্ত প্রকারের অসংযমকেই দূর করতে হবে।

অপরিগ্রহ ঃ

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ এই পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় পাঁচটি হল

Scanned with CamScanner

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের বিষয়গুলি থেকে নিজেকে
রাখাই অপরিগ্রহ। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকলে তার দ্বারাই জীবকে দেহ ধারণ করতে
ঐ বিষয়ভোগের জন্য। আর জীবের দেহ ধারণেরই অন্য নাম হল বন্ধন। কাজেই,
জন্য যে বন্ধন বাধাস্বরূপ সেই বন্ধনমুক্তির জন্য জীবকে সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয়ের
বিষয়গুলির প্রতি আসক্তিমুক্ত হতে হবে।

ব্রত কি? অনুব্রত ও মহাব্রত-এর মধ্যে প্রভেদ দেখাও। (৫)

অনুব্রত ও মহাব্রত
(Anuvrata and Mahāvrata)

[জৈন ধর্মে মোক্ষ বা মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে।] প্রতিটি জী
উচিত মুক্তিলাভের জন্য তীর্থঙ্করদের উপদেশাবলী যথাযথরূপে পালন করা। মুক্তির
জন্য জীবের ক্ষেত্রে যে সমস্ত আচরণ পালনীয় সেই সমস্ত আচরণগুলি যথাযথরূপে পালন ক
করাই হল ব্রত। এই ব্রতকে জৈন ধর্মে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) অনুব্রত এব
মহাব্রত।]

মুক্তিকামী সাধকদের ক্ষেত্রে যে ব্রত পালনের কথা বলা হয়েছে সেগুলি পাঁচটি। য
অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ। এই পাঁচটিকে মহাব্রত বলা হয়েছে
কোন মুক্তিকামী ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই সমস্ত ব্রতগুলিই কঠোর ভাবে পালনীয়। কিন্তু জী
অবস্থা সকলের সমান নয়। কোন কোন জীব মুক্তি কামনা করলেও তারা গৃহী। আর
মুক্তিকামী সঠিক সন্ন্যাসী হয়ে গৃহ ত্যাগী। কাজেই, সন্ন্যাসী ব্যক্তি যারা মুক্তিকামী স
তাদের ক্ষেত্রে এই ব্রত পাঁচটিকে কঠোরভাবে পালন করার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে
সমস্ত মানুষ গৃহী তাদের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্রত পাঁচটির পালন করার উপদেশ দেওয়া হ
গৃহীদের ক্ষেত্রে ঐ ব্রত পালনের ক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা দেওয়া হয়েছে। যেমন,—স
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে কোন প্রাণী হত্যাই করা যাবে না। সমস্ত প্রাণীদেরই রক্ষা ক
হবে এর জন্য প্রয়োজনে নাকে কাপড় দিতে হবে যাতে বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্রতম জী
শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে মারা না যায়। কিন্তু গৃহীদের ক্ষেত্রে এই রূপ অহিংসা ব্রতের কি
ছাড় দেওয়া হয়েছে। গৃহীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে দুইটি ইন্দ্রিয় আছে এমন প্রাণী যে
শামুক, গুগ্‌লি ইত্যাদি প্রাণীদেরও রক্ষা করতে হবে। কিছু সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে সমস্ত
রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। প্রাণ বলতে শুধু চলমান দ্রব্যই নয় স্থবির যেমন উদ্ভিদ, গাছ ইত্যা
প্রাণ আছে। ফলে, এদের রক্ষা করাও সন্ন্যাসীদের কর্ত্তব্য। এই জন্য সন্ন্যাসীদের
মহাব্রত এবং গৃহীদের ক্ষেত্রে অনুব্রত পালনের কথা বলা হয়েছে।

কালক্রমে জৈনগণ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এই দুটি সম্প্রদায় হল—শ্বেতাম্ব
দীগম্বর সম্প্রদায়। তীর্থঙ্করদের উপদেশ এবং শিক্ষা উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের মতকে
বলে মনে করে। দীগম্বর সম্প্রদায় হল অত্যন্ত কঠোর ও গোঁড়া। ধর্মীয় দিক থেকে
গোঁড়ামির জন্য তারা তীর্থঙ্করদের উপদেশাবলী ও শিক্ষাকে কঠোরভাবে পালন ক
মুক্তিকামী সন্ন্যাসী সমস্ত রকম সম্পত্তিই পরিত্যাগ করবে। বস্ত্রও একপ্রকার সম্পত্তি ব

Scanned with CamScanner

পরিধানও সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ। বস্তুতঃ, এই সমস্ত আচরণ হল মুক্তিকামী সন্ন্যাসীদের ব্রত পালনের আচরণ। যারা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী তারাই এই মহাব্রত পালন করতে গিয়ে ক্রমে নিজেদেরকে অন্যান্য গৃহী জৈন ধর্মাবলম্বীদের থেকে পৃথক করে দিগম্বর নামে টি ভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে, তীর্থঙ্করদের শিক্ষা ও উপদেশ পালনের ক্ষেত্রে ঐ পাঁচটি ব্রত'র কথা বলা ও গৃহীদের ক্ষেত্রে যে শিথিলতা দেওয়া হয়েছে কালক্রমে তারাই শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে গত হয়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পাঁচটি কে শিথিলভাবে অনুসরণ করায় শ্বেতাম্বর জৈনদের মতে সন্ন্যাসীদের উলঙ্গ থাকার য়োজন হয় না। তারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতে পারে।. শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের ব্রতগুলি ম্বর সম্প্রদায়ের মতো কঠোর নয় বলে দিগম্বর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের যে অনাহারে কার বিধান রয়েছে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় সেখানে মিতাহারের কথা বলেছেন।

অনুব্রত ও মহাব্রতের মধ্যে প্রভেদ হল জৈন ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে গৃহী মানুষের সাথে ন্যাসীদের পালনীয় ব্রত-এর মধ্যে যে প্রভেদ। এই প্রভেদ হল শুধুমাত্র পালনের ক্ষেত্রে। নুব্রত-এর ক্ষেত্রে গৃহী ব্যক্তিরা যেমন অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ নামে াচটি ব্রত পালন করে শিথিলভাবে। অর্থাৎ একজন গৃহীর পক্ষে এই ব্রত পাঁচটির যতখানি ালন সম্ভব ততখানি পালন করাই হল অনুব্রত। যেটা পরবর্তী কালের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের ক্ষত্রে দেখা যায়। তারা অনুব্রতকে অনুসরণ করার ফলেই, উদ্ভিদ ইত্যাদি একটি ইন্দ্রিয় আছে মন প্রাণীদের হত্যাকে দোষের বলে মনে করেন না। কিন্তু, মহাব্রত যারা পালন করেন তারা লেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী তারাও অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, ব্রাহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ নামে পাঁচটি তই পালন করেন। কিন্তু তারা এই ব্রতগুলিকে কঠোরভাবে পালন করে যা গৃহীদের পক্ষে ম্ভব নয়। এই ধরণের কঠোর ভাবে ব্রত পালনই হল মহাব্রত। কাজেই, সন্ন্যাসীদের ব্রতই ল মহাব্রত। আর গৃহীদের পালনীয় ব্রতই হল অনুব্রত। দিগম্বর সম্প্রদায় হল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মহাব্রত পালনের সমর্থক। তাদের মতে তীর্থঙ্করদের উপদেশ ও শিক্ষা কঠোর ভাবেই পালনীয়। কারণ, উপদেশের ক্ষেত্রে কোন শিথিলতার প্রশ্ন উঠতে পারে না, কাজেই, মহাব্রতই পালনই হল প্রকৃতপক্ষে সকলের কর্ত্তব্য।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর দাও ঃ

(ক) এক কথায় ... বোঝায়?

Scanned with CamScanner